শানে মুস্তফা صلى الله عليه وآله وسلم

21-October-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللّٰهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُه ويُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَت অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষণকারী যখন একে অপরের সাথে মিলিত হয়

ও মুসাফাহা (করমর্দন) করে আর **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করে তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসনাদে আনাস বিন মালিক, ৩/৯৫, হাদীস ২৯৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানের বিষয়বস্তু হলো **"শানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم"। যাতে আমরা শুনবো যে, গাছ **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কিভাবে চলতো? শানে মুস্তফা, সম্মান ও কারামতের সবচেয়ে বেশি কারণ কি? জান্নাত ও দোযখের চাবির মালিক কে? শাফায়াত লাভের অনন্য উপায় কি? এছাড়াও ইশ্‌কে রাসূলে সমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ উপকারী বিষয় শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে দু'টি গাছের পথচলা

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে যাচ্ছিলাম, এক পর্যায়ে একটি খোলা ময়দানে তাবু স্থাপন করা হলো। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, আমি পানির পাত্র নিয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে চললাম। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এদিক ওদিক পবিত্র দৃষ্টি বুলালেন কিন্তু সতর ও পর্দার কোন কিছু দেখলেন না। হঠাৎ ময়দানের পাশে দুটি গাছ দেখা গেলো। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মধ্যে একটির নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, এর ডালের মধ্যে একটি ডাল ধরে ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ পাকের** আদেশে আমার সাথে আমাকে অনুসরন করে চলো" সেই গাছ **তাঁর** সাথে মাথা নত করে এমনভাবে চলতে লাগলো যে, যেনো উটের নাসারন্দ্রে রশি লাগানো উট নিজের চালকের সাথে মাথা নত করে চলে। অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অপর গাছটির কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন আর এর ডাল ধরে ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ পাকের** আদেশে আমার সাথে আমাকে অনুসরন করে চলো" সেই গাছটিও পূর্বের গাছের ন্যায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে পেছনে চলতে লাগলো এমনকি উভয়টিই নিকটে হয়ে গেলো এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয়ের মাঝখানে দাঁড়ালেন আর আদেশ দিলেন: **আল্লাহ পাকের** আদেশে আমার উপর উভয়ে মিলে পর্দা বানাও অতঃপর উভয় মিলে গেলো।

হযরত জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি দৌঁড়ে সেখান থেকে চলে এলাম যাতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নৈকট্য অনুভব করে আরো দূরে যাওয়ার কষ্ট যেনো না করেন। আমি দূরে গিয়ে বসে গেলাম

আর কোন এক ভাবনায় হারিয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখলাম **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনছেন আর সেই দু'টি গাছ পৃথক হয়ে নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। (আল ওয়াফা, ইবনে জাওযী, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শানে মুস্তফা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মর্যাদা সকল নবীদের মধ্যে উত্তম ও সবার চেয়ে সুউচ্চ। **তাঁর** শান ও মহত্ব সম্পর্কে কি বলবো! **তাঁর** শান হলো, **তাঁর** সত্তা তখন থেকেই ছিলো, যখন জমিন ও আসমানও ছিলো না আর এই জগতও ছিলো না। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং ইরশাদ করেন: "হে জাবের! নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** সকল সৃষ্টির পূর্বে তোমার **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর **আপন নূর** থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৬৫৮। মুসান্নিফ আব্দুর রায্যাক, ৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১৮)

আমার আক্বা, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান হলো, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আপনি না হলে তবে আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না। **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান হলো: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামকে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام নিজের জন্য ওসীলা বানিয়েছেন। (রুহুল বয়ান, সূরা আহযাব, ২৩০ পৃষ্ঠা) **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান হলো: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গুল মুবারকের ইশারায় চাঁদ দু'টুকরো করে দেন। (যুরকানী আলাল মুওয়াহেব, ৫/১২৪) **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান হলো: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাঠকে আলোকিত করে দেন ও সাহাবায়ে কিরাম এর আলোতে ঘরে পৌঁছে যান। (মিশকাতুল মাসাবিহ, ২/৩৯৯, হাদীস ৫৯৪৪) **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান হলো: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সাহাবীয়ে রাসূলকে কাঠ প্রদান করলেন তখন তা তরবারীর ন্যায় কাফেরদের গর্দান নামিয়ে দিলো। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২৬৩ পৃষ্ঠা) **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান হলো: **হুযুর** عَلَيْهِ السَّلَام কারো জন্য স্বর্ণ হালাল করে দিলেন। (মুসনাদে আহমদ, ৬/৪২৭, হাদীস ১৮৬২৫) আর কোন একজনের স্বাক্ষ্যকে দু'জন স্বাক্ষীর সমান ঘোষণা দিলেন। (মু'জাম কবীর, ৪/৮৭, হাদীস ৩৭৩০)

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন মালিক ও মুখতার

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কিরূপ অনন্য যে, **তাঁর প্রতিপালক তাঁকে** শরয়ী আহকামেরও মলিক ও মুখতার বানিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, **তিনি** যা ইচ্ছা আদেশ দিতে পারেন, যার জন্য যা ইচ্ছা তা জায়িয বা নাজায়িয করতে পারেন, ২২তম পারা সূরা আহযাবের ৩৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿۳۶﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৩৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর না কোন মুসলমান পুরুষ, না কোন মুসলমান নারীর জন্য শোভা পায় যে, যখন **আল্লাহ** ও রাসূল কোন নির্দেশ দেন তখন তাদের স্বীয় ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকবে এবং যে কেউ নির্দেশ অমান্য করে- **আল্লাহ** ও তাঁর রাসূলের, সে নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

তাফসীরে সীরাতুল জিনান ৪র্থ খন্ডে রয়েছে: এই আয়াত দ্বারা এটাও জানা যায়, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে শরয়ী আহকামে স্বাধীন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যাকে যা ইচ্ছা আদেশ দিতে পারেন, যার জন্য যা ইচ্ছা জায়িয বা নাজায়িয করে দিতে পারেন এবং যাকে যেই আদেশ থেকে মুক্ত করতে পারেন। (তাফসীরে সীরাতুল জিনান,

২২তম পারা, সুরা আহযাব, ৩৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/৩৫) হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর অবতীর্ণ হওয়ার পবিত্র কিতাব **"যবুর শরীফে"** রয়েছে: **আহমদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হলেন মালিক, সমস্ত পৃথিবী ও সকল উম্মতের গর্দানের। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৪৪৫)

আক্বা কি আমদ মারহাবা দাতা কি আমদ মারহাবা
মাওলা কি আমদ মারহাবা আউলা কি আমদ মারহাবা
আ'লা কি আমদ মারহাবা ওয়ালা কি আমদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাত ও দোযখের চাবি হাত মুবারকে দিয়ে দেয়া হয়েছে

মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যে ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের মালিক মনে করবে না, সুন্নাতের মিষ্টতা থেকে বঞ্চিত হবে, সারা পৃথিবী **মক্কী মাদানী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মালিকানাভূক্ত, সকল জান্নাত **তাঁর** জায়গীর, مَلَكُوْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْض (অর্থাৎ আসমান ও জমিনের সমস্ত বাদশাহী **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশ মান্যকারী, জান্নাত ও দোযখের চাবি হাত মুবারকে দিয়ে দেয়া হয়েছে, রিযিক ও বরকত এবং সকল প্রকার দান **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই দরবার থেকে বন্টন হয়ে থাকে, দুনিয়া ও আখিরাত **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানের একটি অংশ। (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/৮১-৮৩) **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর রবের** দানক্রমে জান্নাতের মালিক, জান্নাত প্রদানকারী, যাকে ইচ্ছা দান করবেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৬৬৭) বুখারী শরীফের ৭১নং হাদীস **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَّاللهُ يُعْطِيْ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** দান করেন আর আমি বন্টন করি। (বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১/৪২, হাদীস ৭১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যেদিকে ইশারা করতেন, চাঁদ সেদিকেই ঝুঁকে যেতো

আল্লাহ পাকের দানক্রমে **মালিক ও মুখতার নবী, আল্লাহ পাকের দয়ায় অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সূর্যকে আদেশ দিলেন যে, কিছুক্ষণ থেমে থাকো, সে সাথেসাথেই থেমে গেলো। (মু'জাম আওসাত, ৩/১১৬, হাদীস ৪০৩) আশিকদের ইমাম, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীর সারমর্ম হলো: এই হাদীস অপর হাদীস থেকে ভিন্ন, যাতে মওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জন্য সূর্যকে থেমে যাওয়ার আদেশ ইরশাদ করেছিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه একে খেলাফতে **রাব্বুল ইযযত** বলা হয়, **আল্লাহ**র সকল সৃষ্টির **তাঁর** আদেশের আনুগত্য করা আবশ্যক। **তিনি** হলেন **আল্লাহ**র আর যা কিছুই **আল্লাহ**র সবই **তাঁর**, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবচেয়ে বড় **মাহবুব** (অর্থাৎ প্রিয়), যখন দুধ পান করতেন তখন দোলনায় চাঁদ **তাঁর** গোলামী করতো (অর্থাৎ কথা মানতো), যেদিকে ইশারা করতেন, সেদিকেই ঝুঁকে যেতো, যখন দুধ পান করাবস্থায় এরূপ মহান ক্ষমতা তবে এখন (নবুয়ত ঘোষনার পর) **খেলাফাতুল কুবরা** যেই নবীর মাঝে প্রকাশ পেয়েছে, সূর্যের কি এমন ক্ষমতা যে, **তাঁর** আদেশ অমান্য করবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৪৮৫-৪৮৮)

মুনাওয়ার কি আমদ মারহাবা
মুয়াত্তর কি আমদ মারহাবা
শাহে বাহরুবার কি আমদ মারহাবা
রাসূলে আনওয়ার কি আমদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আহকাম রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর সমর্পিত

মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আহকামে তাশরীয়্যা (অর্থাৎ হালাল ও হারামের আহকাম) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আয়ত্বে করে দেয়া হয়েছে যে, যার উপর যা ইচ্ছা হারাম করে দিবেন

এবং যার জন্য যা ইচ্ছা হালাল করে দিবেন এবং যেই ফরয ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/৮৪)

আল্লামা যুরকানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: **আল্লাহ পাক** দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত জমিনকে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মালিকানায় করে দিয়েছেন, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জান্নাতের জমিতে যতটুকু ইচ্ছা এবং যাকে ইচ্ছা জায়গির দিতে পারবেন তো দুনিয়া জমিনের কথা কি বলার আছে! (শরহে যুরকানি আলাল মাওয়াহেব লিদ দুনিয়া, ৫/৪৯)

মালিকুল আহকাম হওয়া সম্পর্কিত দু'টি বর্ণনা

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার ব্যাপারে দু'টি হাদীস আরয করছি: (১) **সহীহ মুসলিম শরীফের** হাদীসে রয়েছে: **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খুতবা পাঠ করলেন ও ইরশাদ করলেন: হে লোকেরা! তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করা হয়েছে সুতরাং হজ্ব করো। এক ব্যক্তি আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রতি বছর? **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চুপ রইলেন, তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। ইরশাদ করলেন: যদি আমি হ্যাঁ বলে দিতাম তবে তোমাদের উপর ওয়াজিব হয়ে যেতো আর তোমরা করতে পারতে না। (অর্থাৎ আমি হ্যাঁ বলে দিলে তবে তোমাদের উপর প্রতিবছর হজ্ব করা ফরয হয়ে যেতো আর তোমরা করতে পারতে না।) (মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, ৫৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩২৫৭) (২) **বুখারী ও মুসলিমের** হাদীসে পাকে রয়েছে; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি আমি আমার উম্মতের উপর বোঝা মনে না করতাম তবে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সাথে বা প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াকের আদেশ দিতাম।

(তিরমিযী, আবুয়াবুত তাহারাত, ১/১০০, হাদীস ২৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাফায়াতের দরজা খুলবেন

একটি হাদীসে পাকে রয়েছে: **"তাওরাত শরীফ"** থেকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই গুণাবলী বর্ণিত রয়েছে: আমার (বিশেষ) বান্দা **আহমদে মুখতার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, **তাঁর** জন্মস্থান মক্কায়ে মুকাররমা ও হিজরত করবেন মদীনা তায়্যিবায়, **তাঁর** উম্মতেরা সর্বাবস্থায় **আল্লাহ পাকের** অধিকহারে প্রশংসাকারী। (তারিখে ইবনে আসাকির, ১/১৮৬-১৮৭) কিয়ামতের দিন শাফায়াতে কুবরার মর্যাদা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভূক্ত যে, যতক্ষণ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাফায়াতের দরজা খুলবেন না, কারো শাফায়াতের ক্ষমতা থাকবে না, বরং মূলত যারাই শাফায়াতকারী হবেন, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে শাফায়াত আনবেন, শাফায়াতে কুবরা মুমিন, কাফের, অনুগত, গুনাহগার সবার জন্যই যে, ঐ কিয়ামতের হিসাব শুরু হওয়ার অপেক্ষা যেরূপ কষ্টসাধ্য হবে তার জন্য লোকেরা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! যদি জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হতো তবে এই অপেক্ষা থেকে মুক্তি পেতো, এই বিপদ থেকে মুক্তি কাফেররাও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় পাবে, যার কারণে পূর্বে ও পরে আগত অনুগত ও বিরুদ্ধবাদী, মুমিন ও কাফের সকলেই **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা করবে, এরই নাম হলো **"মকামে মাহমুদ"**। (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/৭০)

মক্কী কি আমদ মারহাবা মাদানী কি আমদ মারহাবা
আরবী কি আমদ মারহাবা কোরাইশী কি আমদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাফায়াতের বিভিন্ন প্রকার

হে আশিকানে মিলাদ! শাফায়াতের আরো প্রকার রয়েছে, যেমন; অসংখ্য এমন হবে যে, যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যাদের

মধ্যে চার বিলিয়ন নব্বই কোটি সংখ্যা জানা যায়, এছাড়া আরো অনেক বেশি রয়েছে, যা **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জানেন, অনেকে এমন হবেন যাদের হিসাব হয়ে গেছে এবং জাহান্নামের অধিকারী হয়ে গেছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন এবং অনেককে শাফায়াত করে জাহান্নাম থেকে বের করবেন আর অনেকের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং অনেকের আযাব কম করাবেন। প্রত্যেক ধরনের শাফায়াত **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর জন্য প্রমাণিত। আর হ্যাঁ! শাফায়াতের মর্যাদা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদান করে দেয়া হয়েছে, যেমনটি **বুখারী শরীফের** ৩৩৫নং হাদীসে রয়েছে: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اُعْطِيْتُ الشَّفَاعَة অর্থাৎ আমাকে শাফায়াত দিয়ে দেয়া হয়েছে।

(বুখারী, কিতাবুল তাইমিম, ১/১৩৩, হাদীস ৩৩৫)

দরূদে পাক পাঠকারীর জন্য শাফায়াত

হাদীসে পাক রয়েছে: যে ব্যক্তি এরূপ বললো: " اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"[১] তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেলো। **(মু'জাম কবীর, ৫/২৫, হাদীস ৪৪৮০)** আমরা **গুনাহগারদের শাফায়াতকারী আক্বা প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি ১০বার সকালে ও ১০বার সন্ধ্যায় দরূদে পাক পাঠ করবে কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত পাবে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আযকার, ১০/১৬৩, হাদীস ১৭০২২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. **হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি রহমত বর্ষণ করো এবং তাকে কিয়ামতের দিন আপন দরবারে নৈকট্যশীল মর্যাদা দান করো।

শাফায়াত লাভের এক অনন্য উপায়

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত পাওয়ার একটি অনন্য উপায় হলো অধিকহারে দরূদ শরীফ করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নেককার হওয়ার পদ্ধতি "**নেক আমল**" নামক পুস্তিকাও প্রতিদিন কমপক্ষে ৩১৩বার দরূদ শরীফ পাঠ করার উৎসাহ বিদ্যমান রয়েছে, এটা কি উচিৎ নয় যে, আমরা যেই **বারভী ওয়ালা আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশনে বিলাদত উদযাপন করছি, **তাঁর** প্রতি প্রতিদিন কমপক্ষে ৩১৩বার দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিই। আসুন! শাফায়াতের খয়রাত প্রার্থনা করে আমরা আমাদের **বারভী ওয়ালা আক্বা ও মাওলা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এই দরূদে শাফায়াত পাঠ করি। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত থেকে বঞ্চিত না করুক: "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নূরের খেলনা

হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে আপনার নবুয়তের নিদর্শনসমূহ আপনার ধর্ম গ্রহণ করার দাওয়াত দিয়েছিলো, আমি দেখলাম যে, আপনি শিশু অবস্থায় দোলনায় চাঁদের সাথে কথা বলতেন এবং আপনার আঙ্গুল দ্বারা তার দিকে ইশারা করতেন তখন যেদিকে আপনি ইশারা করতেন চাঁদ সেদিকে ঝুঁকে

১. **হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি রহমত বর্ষণ করো এবং তাকে কিয়ামতের দিন আপন দরবারে নৈকট্যশীল মর্যাদা দান করো।

যেতো। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি চাঁদের সাথে কথা বলতাম এবং চাঁদ আমার সাথে কথা বলতো আর সে আমাকে কান্না করা থেকে ভুলিয়ে রাখতো এবং যখন চাঁদ আরশে ইলাহীর নিচে সিজদা করতো, তখন আমি তার তাসবীহ পড়ার আওয়াজ শুনতাম।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ৬ষ্ট অংশ, ১১/১৭২, হাদীস ৩১৮২৫)

সুলতান কি আমদ মারহাবা যি'শান কি আমদ মারহাবা
গাইবদান কি আমদ মারহাবা আক্বায়ে আত্তার কি আমদ মারহাবা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষত্ব ও উৎকর্ষতা সমূহ গণনা করার ক্ষমতা মানুষের নেই, ওলামায়ে জাহির ও বাতিন সবাই এখানে অপারগ।

হযরত খাজা সালিহ বিন মুবারক বুখারী খলিফায়ে মাজায হযরত খাজায়ে খাজেগান সৈয়্যদ বাহাউদ্দীন নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"আনিসুত তালিবীন"** এর ৯ পৃষ্ঠায় লিখেন:

সূফীয়ায়ে কিরামগণ এই ব্যাপারে একমত যে, নবুয়তের সবচেয়ে নিকটতম মর্যাদা হলো "সিদ্দিকীয়্যত"। আর সুলতানুল আরেফীন বায়েজিদ বোস্তামি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ**র দরবারে মানুষের মর্যাদার বিবরন দিতে গিয়ে বলেন: মর্যাদার বিন্যাসের হিসাব হলো; যেখানে একজনের মর্যাদা শেষ হয়, সেখান থেকে অপরজনের মর্যাদা শুরু হয়ে থাকে। তিনি বলেন: সর্বনিম্নে হলো সাধারন মুমিনের মর্যাদা, এর উপর আউলিয়া, তাঁদের উপর শহীদগণ, তাঁদের উপর সিদ্দিকীনগণ, তাঁদের উপর আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁদের উপর **আল্লাহ**র রাসূল, রাসূলগণের মর্যাদার শেষ থেকে **মাহবুবে খোদা মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা শুরু হয়। আর **হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদার কোন শেষ নেই আর

আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেই তাঁর মর্যাদার শেষ সম্পর্কে জানে না। আ'লমে আরওয়াহয় যখন **আল্লাহ পাক** সকল রূহ থেকে ওয়াদা নিয়েছেন, সেইদিন রূহদের স্থান এই মর্যাদার উপরই ছিলো যা বর্ণনা করা হয়েছে আর কিয়ামতের দিনেও এই মর্যাদায় থাকবে। (সীরাতে রাসূলে আরবী, ৫৫০ পৃষ্ঠা। আনিসুত তালিবিন, ১ম অংশ, ৩৪ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ আমাদের **আক্বা ও মাওলা হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা আ'লমে আরওয়াহতেও সবচেয়ে উচ্চ ছিলো এবং কিয়ামতেও সবচেয়ে উচ্চ হবে।

মুখের মুবারক থুথুর উৎকর্ষতা

হে আশিকানে রাসূল! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমস্ত জগতের জন্য রহমত বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এই রহমতের অবস্থা এমন ছিলো যে, **আল্লাহ পাক তাঁর** মুখের মুবারক থুথুর মধ্যে এমন বরকত রেখেছেন যে, যা ক্ষত ও অসুস্থতার জন্য শিফা আর বিষের প্রভাব দূরকারী ছিলো।

বর্ণিত আছে: হিজরতের রাতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মহিমান্বিত ঘর থেকে বের হলেন আর হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও **তাঁর** সাথে ছিলেন, যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছওর গুহায় পৌঁছলেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রথমে নিজে গুহায় প্রবেশ করলেন এবং ভালভাবে গুহা পরিস্কার করলেন আর নিজের কাপড় ছিড়ে ছিড়ে গুহার সকল ছিদ্র বন্ধ করলেন, অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুহার ভেতর তাশরীফ নিয়ে গেলেন আর হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কোলে নিজের মাথা মুবারক রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একটি ছিদ্র নিজের পায়ের গোড়ালী দ্বারা বন্ধ করে রেখেছিলেন, গর্তের ভেতরে একটি সাপ বারবার

গুহার সাথীর পায়ে দংশন করলো, কিন্তু প্রাণ উৎসর্গকারী এই ভেবে পা সরালেন না যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশান্তির ঘুমে ব্যাঘাত ঘটবে। কিন্তু ব্যথার তীব্রতায় গুহার সাথীর অশ্রু ধারার কয়েকটি ফোঁটা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গাল মুবারকে উৎসর্গ হয়ে গেলো। যার ফলে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং নিজের গুহার সাথীকে কাঁদতে দেখে অস্থির হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন: আবু কি হয়েছে? আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে সাপ দংশন করেছে, একথা শুনে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ক্ষতস্থানে নিজের মুখের মুবারক থুথু লাগিয়ে দিলেন, যার ফলে সাথেসাথেই সব ব্যথা দূর হয়ে গেলো এবং ক্ষতও ভাল হয়ে গেলো।

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, ১০ম পারা, আত তাওবা, ৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৪০/৪৫৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখের থুথু দ্বারা শুধু সিদ্দিকে আকবরই উপকৃত হননি বরং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখের থুথুর বরকতে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও উপকৃত হয়েছেন।

মাওলা মুশকীল কোশা, হযরত আলী মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর চোখের ব্যথার জন্য এই মুখের থুথু **"শিফাউল আইন"** হয়ে গেলো। হযরত রিফায়া বিন রাফে رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর চোখে বদরের যুদ্ধের দিন তীর লেগে ছিলো এবং চোখ বের হয়ে গেলো কিন্তু **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখের থুথু দ্বারা এমন শিফা অর্জন হলো যে, ব্যথাও দূর হলো এবং চোখের দৃষ্টি শক্তিও অনুরূপ রইলো।

হযরত আবু কাতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর চেহারায় তীর লাগলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতে নিজের মুখের থুথু লাগিয়ে দিলেন, সাথেসাথেই

রক্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো অতঃপর সারা জীবন কখনোই তীর ও তরবারীর ক্ষত হয়নি।

হে আশিকানে রাসূল! আমরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষত্ব ও মুজিযা এবং মুখের থুথুর বরকত সম্পর্কে শুনছিলাম। এমনিতে তো **আল্লাহ পাক** সকল **নবী** عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে মহত্ব ও শান দান করেছেন এবং তাঁদেরকে যুগোপযোগী বিভিন্ন মুজিযাও দান করেছেন।

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যতগুলো মুজিযা দান করা হয়েছে তার সর্বশেষ সংখ্যা এখনো কেউ বর্ণনা করতে পারেনি। নয়শত হিজরীর বুযুর্গ হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি ৫০০ এরও বেশি কিতাবের রচয়িতা, তিনি ২০ বছরের পরিশ্রমের **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষত্বের উপর দু'টি কিতাব রচনা করেন, যাতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এক হাজার (১০০০) এরও বেশি মুজিযা বর্ণনা করা হেয়ছে। যা পরিপূর্ণ নয় বরং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযা সমূহের মধ্য থেকে কয়েকটি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান অনেক উচ্চ। ✯ **মুস্তফার শানের মহত্বের ব্যাপারে কি বলবো** যে, **আল্লাহ পাক প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সকল নবীর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং সর্বশেষে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। (আল মাওয়াহেবু লিদ দুনিয়া মাআ শরহে যুরকানী, ১/৭৬)

✯ **মুস্তফার শানের মহত্বের ব্যাপারে কি বলবো** যে, আ'লমে আরওয়াহেই **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নবূয়ত প্রদান করে ধন্য করা হয়েছে এবং সেই অবস্থায় অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর রূহ সমূহ তাঁর নূরানী রূহ থেকে ফয়েয অর্জন করেছে। (আল মাওয়াহেবু লিদ দুনিয়া মাআ

শরহে যুরকানী, ১/৬৩) ✯ **মুস্তফার শানের মহত্বের ব্যাপারে কি বলবো** যে, আ'লমে আরওয়াহে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর রূহ থেকে **আল্লাহ পাক** ওয়াদা নিয়েছেন যে, যদি তারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগ পায় তবে **তাঁর** প্রতি ঈমান আনবে এবং **তাঁকে** সাহায্য করবে। (আল মাওয়াহেবু লিদ দুনিয়া মাআ শরহে যুরকানী, ১/৭৭) ✯ **মুস্তফার শানের মহত্বের ব্যাপারে কি বলবো** যে, **তাঁর** নাম মুবারক আরশের পায়ার উপর এবং প্রতিটি আসমানে ও জান্নাতের বৃক্ষ ও প্রাসাদের উপর এবং হুরদের বুকে ও ফিরিশতাদের চোখের মাঝখানে লিখা হয়েছে। (খাচায়িসুল কোবরা, ১/১২-১৩) ✯ **মুস্তফার শানের মহত্বের ব্যাপারে কি বলবো** যে, **তাঁর** নাম মুবারক **মুহাম্মদ, আল্লাহ পাকের** নাম মুবারক **মাহমুদ** থেকে বের হয়েছে। (খাচায়িসুল কোবরা, ১/১৩৪) ✯ **মুস্তফার শানের মহত্বের ব্যাপারে কি বলবো** যে, তাঁর নাম মুবারকের মধ্যে প্রায় সত্তরটি (৭০) নাম এমন, যা **আল্লাহ পাকের** নাম। ✯ **মুস্তফার শানের মহত্বের ব্যাপারে কি বলবো** যে, **তাঁর** একটি নাম মুবারক হলো **আহমদ। তাঁর** পূর্বে যখন থেকে দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে, কারো এই নাম ছিলো না, যাতে এই বিষয়ে কারো সন্দেহ না থাকে যে, কুরআনে পাকের পূর্বে আসমানি কিতাবে যে **আহমদ** নাম উল্লেখ হয়েছে তা **তিনিই**। (শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ৪/২৩২-২৩৪) ✯ **মুস্তফার শানের মহত্বের ব্যাপারে কি বলবো** যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** পেছনে এমনভাবে দেখতেন, যেমনটি দিনের বেলা ও আলোতে দেখতেন। (খাচায়িসুল কোবরা, ১/১০৪) ✯ **মুস্তফার শানের মহত্বের ব্যাপারে কি বলবো** যে, **তাঁর** মুবারক মুখের থুথু তিক্ত পানিকেও মিষ্টি বানিয়ে দেয় এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য দুধের কাজ করে। (খাচায়িসুল কোবরা, ১/১০৫) ✯ **মুস্তফার শানের মহত্বের ব্যাপারে কি বলবো** যে, **তাঁর** শুনার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি ছিলো। এমনকি

ফিরিশতাদের আধিক্যের কারণে আসমানে যে আওয়াজ সৃষ্টি হতো, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাও শুনে নিতেন। হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام ও সীদারুতুল মুনতাহায় থাকা অবস্থায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** বাহুর আওয়াজ শুনে নিতেন এবং যখন **তিনি** সেখান থেকে **তাঁর** নিকট অহী নিয়ে অবতরণ করতেন তখন তাঁর সুবাশ পেয়ে যেতেন। আসমানের দরজা খোলার আওয়াজও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুনে নিতেন। ✯ **মুস্তফার শানের মহত্বের ব্যাপারে কি বলবো** যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন মানব যে, যার ছায়া ছিলো না, কেননা **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন নূর আর নূরের ছায়া থাকে না। (খাচায়িসুল কোবরা, ১/১১৬) ✯ **মুস্তফার শানের মহত্বের ব্যাপারে কি বলবো** যে, **আল্লাহ পাক তাঁর** শরীয়াত **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান বানিয়ে দিয়েছেন, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যার জন্য ইচ্ছা যা ইচ্ছা হালাল করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা যা ইচ্ছা হারাম করে দেন।

হাকীম কি আমদ মারহাবা　　আযিম কি আমদ মারহাবা
আচ্ছে কি আমদ মারহাবা　　পেয়ারে কি আমদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ৬৮ এর উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একনিষ্টতার ও অটলতার সহিত নেকীর দাওয়াত প্রসার করা এবং ইশ্‌কে রাসূল অর্জন করা ও অপরকে এর সূধা পান করানোর জন্য যেলী হালকার **১২**টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। এই **১২**টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো প্রতিদিন **"নেক আমল"** পুস্তিকা পূরণ করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে নেকী করা এবং গুনাহ থেকে

বাঁচার পদ্ধতি সম্বলিত শরীয়াত ও তরীকতের মিলিত সমষ্টি **"৭২টি নেক আমল"** প্রদান করেছেন, এই নেক আমলের মধ্যে একটি ৬৮ নম্বর নেক আমল হলো: আপনি কি এই মাসে কোন সুন্নি আলিম (বা মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন বা খাদেম) কে কিছু না কিছু আর্থিক খেদমত করেছেন?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আত্তারী ওযীফা বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** ৮০টিরও বেশি বিভাগের মাধ্যমে দ্বীনের প্রসারের কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে একটি হলো **"আত্তারের ওযীফা"** বিভাগ। যা রাতদিন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের দুঃখ লাঘবে ব্যস্ত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه উম্মতের দুঃখ লাঘবের প্রেরণায় এই বিভাগের পক্ষ থেকে প্রতি মাসে প্রায় দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার (২২৪০০০) অসুস্থ ও পেরেশানগ্রস্থ মানুষকে প্রায় ৪ লাখেরও বেশি আত্তারের ওযীফা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য একেবারে ফ্রি বিতরন করা হয়। তাবিযাতে আত্তারীয়ার বরকত শুধু কোন বিশেষ এলাকা ব শহরে সীমাবদ্ধ নয় বরং মুর্শিদের দেশের সকল প্রদেশের অসংখ্য শহরে অসংখ্য স্টল বসানো হচ্ছে, এছাড়াও মুর্শিদের দেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশেও যেমন, সাউথ আফ্রিকা, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ এবং ভারত ইত্যাদিতেও তাবীযাতে আত্তারীয়ার অসংখ্য স্টল বসানো হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পোশাক পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে পোশাক পরিধানের কিছু সুন্নাত ও আদব শুনি:

প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী অবলোকন করুন: ☆ "জ্বীনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তবে بِسْمِ اللهِ পাঠ করা।" (মুজাম আওসাত, ২/৫৯, হাদীস ২৫০৪) প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফ্তি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেরূপ দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টি আড়াল হয়, অনুরূপ এটাও **আল্লাহ পাকের** যিকির জ্বীনদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হবে, যার কারণে জ্বিন সেটাকে (অর্থাৎ লজ্জাস্থান) দেখতে পাবে না। (মিরাত, ১/২৬৮) ☆ যে ব্যক্তি কাপড় পরিধানের সময় এ দোয়া পাঠ করবে: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ [১] তবে তার আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/১৮১, হাদীস ৬২৮৫) ☆ যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশতঃ উন্নত কাপড় পরিধান করা ছেড়ে দেয়, **আল্লাহ পাক** তাকে কারামাতের (সম্মানের) পোশাক পরিধান করাবেন। (আবু দাউদ, ৪/৩২৬, হাদীস ৪৭৭৮) ☆ **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় পোশাক অধিকাংশ সাদা কাপড়ের হতো।

(কাশফুল ইলতেবাছ ফি ইস্তেহবাবিল লিবাস লিশ শায়খ আবদুল হক আদ দেহলভী, ৩৬ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

পোশাক পরিধানের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

---

১ **অনুবাদ:** 'সমস্ত প্রসংসা **আল্লাহ পাকের** জন্য, যিনি আমাকে কাপড় পরিধান করিয়েছেন, আর আমার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত আমাকে দান করেছেন।'

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**